যুগান্তর

পৌনে তিন কোটি টাকা নিয়ে রাবি কর্তৃপক্ষ বিপাকে

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমাপ্ত প্রকল্প ফের নতুন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই প্রকল্প দু'বার গ্রহণের কারণে বরাদ্দকৃত পৌনে ৩ কোটি টাকা খরচ করতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সাবেক ভিসি প্রফেসর আবদুস সোবহানের সময়ে এই ঘটনায় নিয়ে বর্তমান প্রশাসন পড়েছে বিপাকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের (১ম পর্যায়) সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয় ৭৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মেয়াদ ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এই প্রকল্পে বর্ধিত ও শহীদ হবিবুর রহমান হলের নির্মাণ সমাপ্ত, নতুন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল এবং এমফিল/পিএইচডি ডরমিটরি নির্মাণ কাজ ছিল।

সূত্রমতে, শহীদ হবিবুর রহমান হলের দক্ষিণ ব্লকের চতুর্থ তলায় নির্মাণকাজ বাকি থাকা সত্ত্বেও এই প্রকল্পে ওই ব্লকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার নির্মাণ কাজও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অথচ এই কাজটি আগেই সম্পন্ন হয়েছে। পুনরাবৃত্তি হওয়া প্রকল্পের এই অংশের প্রস্তাবিত ব্যয় প্রায় ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। নিয়ম অনুযায়ী, পুনরাবৃত্তির হওয়া প্রকল্পের অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালের জুলাই মাসে প্রকল্পটি চালু হলেও কার্যক্রম শুরু করার জন্য চাহিদার চেয়ে কম অর্থ মিলেছে। এ কারণে আশানুরূপ উন্নয়ন কাজ হয়নি। অথচ শহীদ হবিবুর রহমান হলের কাজে পুনরাবৃত্তির কারণে ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ফেরত যাবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হবে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (বিমক) পরামর্শ মোতাবেক রাবি'র পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছরে চলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উৎকর্ষ মান ও অবকাঠামো উন্নয়ন (বিপিওএই) প্রকল্পের সম্পূরক নকশা প্রস্তুত করে। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক এম আবদুস সোবহান দায়িত্ব গ্রহণের পর নকশা প্রকল্পটি সংশোধন করে প্রায় ৫৯ কোটি টাকার চূড়ান্ত প্রকল্প প্রস্তাব বিমকে জমা দেয়া হয়। তখন এই প্রকল্প বাস্তবায়ন মাঝপথে ছিল। সংশোধনের সময় প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে শহীদ হবিবুর রহমান হলের মধ্য ব্লকের নির্মাণকাজ বাদ দেয়া হয়নি। এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতরের তৎকালীন পরিচালক [illegible] রহমান বলেন, আমি বিষয়টি তৎকালীন ভিসিকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি বিষয়টি সংশোধন করার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন। এব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

এব্যাপারে তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক এম আবদুস সোবহান বলেন, ওই প্রকল্পে ডুপ্লিকেশন হয়েছে কিনা আমি জানি না। তাছাড়া আর এত আগের বিষয় আমার মনে থাকার কথাও নয়। এদিকে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, আমি যেহেতু প্রকল্প অনুমোদনের সময় দায়িত্বে ছিলাম না। তাই বিষয়টি আমার জানা নেই।